দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫
তারিখ 15 AUG 199?
পৃঃ ৩ কলাম ৪

পুরনো সিলেবাসে এসএসসি

ফেল ছাত্ররা আবারও পরীক্ষা দিতে পারবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

এসএসসি পরীক্ষায় পুরনো সিলেবাসের অধীনে ফেল করা প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য সুখবর রয়েছে। তাদেরকে আবারও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আবারও মেধা ও ভাগ্য যাচাইয়ের সুযোগ পাবে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে পুরনো সিলেবাসের অধীনে ফেল করা এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আবারও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় শিক্ষাসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও আট বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষা বোর্ডসমূহের ঘোষণা অনুযায়ী এ বছর পুরনো সিলেবাসের প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শেষ সুযোগ পায়। এদের মধ্যে পাঁচ বোর্ডে কৃতকার্য হয় প্রায় দেড় লাখ ছাত্রছাত্রী। বাকি প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী ফেল করে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী এদের আর পুরনো সিলেবাসের অধীনে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবার কথা নয়।

সূত্র জানায়, মূলত দু'টি কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সভায় পুনরায় পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে মতৈক্য হয়। তা হচ্ছে— ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক হওয়ায় মানবিক বিষয়টি সামনে চলে আসে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে— রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ সংক্রান্ত। বোর্ড যতই পরীক্ষা নিতে অপারগতা প্রকাশ করুক না কেন রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ যতদিন থাকবে ততদিন পরীক্ষা দেবার সুযোগও থেকে যায়। নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশনের পর এর মেয়াদ থাকে চার বছর। অর্থাৎ এক ছাত্র সর্বোচ্চ তিনবার এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ পায়। এই হিসাবে পুরনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থীরা এখনও আইন অনুযায়ী ফেল করলেও পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে।

সূত্র জানায়, সভায় যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ আছে তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভা থেকে পুরনো সিলেবাসের ফেল করা এক লাখ পরীক্ষার্থীকে আবারও পরীক্ষা নেবার বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঁচ শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানদের বলা হয়।